গাংনীতে বাঁধ অপসারণ নিয়ে সংঘর্ষে আহত-৮

মেহেরপুরের গাংনীর স্টুয়ার্ট খালের বাঁধ অপসারনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে ৮ জন আহত হয়েছেন। আহতদেরকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেয়া হয়েছে। বাঁধ অপসারণের নামে পুকুর কেটে মাছ বের করে দেয়ার সময় প্রতিপক্ষের হামলায় এরা সবাই আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন আহতরা। এদিকে পরিস্থিতি শান্ত স্বাভাবিক রাখতে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান।

মহব্বতপুর গ্রামের মাছ চাষি রাশেদ জানান, তিনি খালের পাশে ১৫ টি পুৃকুর খনন করে মাছ চাষ করছেন। কয়েকদিন আগে স্থানীয় এমপি স্টুয়ার্ট খাল দখল মুক্ত করতে ও মাঠের পানি নিষ্কাশনের জন্য বাঁধ অপসারণ শুরু করেন। এলাকার সুবিধাভোগী কিছু লোকজন এ সুযোগে তার ১৪ টি পুকুরের পাড় কেটে মাছ বের করে দেয়। এতে বাঁধা দিলে স্থানীয় চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাসের উপস্থিতিতেই তেরাইল গ্রামের মেম্বর জিয়া ও তার লোকজন বেধড়ক মারপিট করে। এতে আট জন আহত হয়।

আহতরা হচ্ছেন- ওহিদুল(৪৫), রানা(২৪), সজিব(২৪), রনি(১৮) শান্ত(১৪), জাহিদ (১৫) সাবের(৪৫) ও আরোজ (২৮)। আহতদের মধ্যে ওহিদুল ও সাবের আলীর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। বাঁকিদেরকে দেয়া হয়েছে প্রাথমিক চিকিৎসা।

তেরাইল গ্রামের ইউপি সদস্য জিয়াউর রহমান বলেন, মারামারির সময় আমি একটু দুরে ছিলাম। তবে তেমন কোনো ঘটনা ঘটেনি সামান্য ধাক্কা- ধাক্কি হয়েছে।

এব্যাপারে জানতে চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলামের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, সংবাদটি তিনি শুনেছেন এবং পরিস্থিতি শান্ত রাখতে পুলিশ পাঠিয়েছেন।

মেহেরপুরে পরিত্যক্ত বাড়িতে ডিবি’র অভিযান

মেহেরপুর শহরের কাঁসারি পাড়া চৌরাস্তার মোড়ে পরিত্যক্ত একটি বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। মাদকের সাথে জড়িত কেউ আটক না হলেও সনাক্ত করা হয়েছে অসংখ্য মাদকের খালি বোতল। মঙ্গলবার দুপুরে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন) জামিরুল ইসলামের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জানা যায়, মেহেরপুর শহরের কাঁসারি চৌরাস্তার মোড়ে একটি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়িতে মাদক সেবিরা মাদক সেবন করতো। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসলে সেখানে অভিযান পরিচালনা করে।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার(প্রশাসন) জামিরুল ইসলাম এ বিষয়ে বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি একটি পরিত্যক্ত ভাঙ্গা বাড়িতে মাদক সেবন করা হয়। আমরা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের একটি টিমকে সাথে নিয়ে অভিযান চালায়।

সেখান থেকে প্রচুর মাদক ও যৌন উত্তেজক সিরাপের খালি বোতল সনাক্ত করি। সেই এই মাদক সেবি চক্রটাকে খুজে বের করার চেষ্টা করা হচ্ছে। পাশাপাশি আশে পাশের সকল দোকদার সহ স্থানীয়দের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

অভিযানে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী, এস আই অজয় কুমার কুন্ডু, এস আই ইব্রাহীম বিশ্বাসসহ ডিবি পুলিশের একটি চৌকশ দল।

মেপ্র/এমএফআর

বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়কে প্রজেক্টর প্রদান করলেন পিএসকেএস

গাংনীর বাওট বাধগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়কে প্রজেক্টর (আলোক রশ্মী বিকিরণ যন্ত্র) উপহার প্রদান করে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি।

মঙ্গলবার বেলা ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে তার অফিস কক্ষে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রজেক্টর হস্তান্তর করেন। বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ের পরিচালক এনামুল হক প্রজেক্টর বুঝে নেন।

এসময় উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মুহাঃ মোশারফ হোসন, পরিচালক (কর্মসুচী) কামরুজ্জামান,উপ-পরিচালক কামরুল আলম, মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আকতারুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের অনলাইন ক্লাশ ও অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন থেরাপী ও বেয়াম শেখানোর কাজে সহায়ক হবে এ প্রজেক্টর(আলোক রশ্মী বিকিরণ) যন্ত্রটি। বাওট বাধাগ্রস্থ শিশু বিদ্যালয়ে শিক্ষা ক্ষেত্রে নতুন একটি মাত্রা যোগ হলো বলে জানান সিআরসি পরিচালক এনামুল হক।

বাগোয়ান ইউনিয়নকে মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে চাই – আয়ুব হোসেন

(ভিডিও সহ)

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব।
প্রথম পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়েছিলেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন। সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন আমাদের প্রধান প্রতিবেদক মর্তুজা ফারুক রুপক।
সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটুকু আশাবাদি?

আয়ুব হোসেন: আমি দলীয় মনোনয়ন নৌকা পেয়ে জনগনের ভোটে পর পর দুইবার নির্বাচিত চেয়ারম্যান। এছাড়াও বিগত বছর গুলোতে আমার প্রতিশ্রুতির চেয়ে বেশি কাজ করেছি। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ নিয়ে রাজনিতি করে আসছি। আমি ছাত্ররাজনীতি করেছি। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জেলা আওয়ামীলীগের সাংগাঠনিক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছি। ইতিমধ্যে আমি খুলনা বিভাগের শ্রেষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান হিসেবে পুরুষ্কারও পেয়েছি। তাই আমি শতভাগ আশাবাদি আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আমার প্রাণের সংগঠন আওয়ামীলীগ আমাকে মনোনয়ন দেবে। তাছাড়াও রাজনীতিতে প্রতিযোগীতা থাকবেই। একাধিক প্রার্থী হবে। আমার বিশ্বাস আমার রাজনৈতিক ইতিহাস ও কর্মকান্ড দেখে জেলা আওয়াম ◌ীলীগের সভাপতি মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন আমাকে সমর্থন করবেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগনের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন, যাতে করে জনগন আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

আয়ুব হোসেন: আমার কাজ শুধু ইউনিয়ন কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ না। আমি মুজিবনগর উপজেলা বাস্তবায়ন কমিটির আহবায়ক ছিলাম। সে হিসেবে গোটা উপজেলার উন্নয়নেও আমি কিছুটা হলেও ভুমিকা রেখেছি। আমার ইউনিয়নের কথা বলতে গেলে, আমি বলবো, এমন কোন রাস্তা খুজে পাওয়া যাবে না

যেটা চলাচলের অনুপযোগী। কৃষকরা মাঠে পায়ে হেটে যেতে পারতো না। সেখানে এখন পাকা রাস্তা হয়েছে। কৃষকরা তাদের পন্য সরাসরি গাড়িতে করে বাজারজাত করতে পারছে। ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগনকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালিন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌছে দিয়েছি। তাই জনগনের উপর আমার আস্থা আছে। পুনরায় আমাকে নির্বাচিত করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইতিমধ্যে বিএনপি ঘোষনা দিয়েছে নির্বাচন গুলোতে অংশ নিবে। সেক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়নে নির্বাচনটি কেমন প্রতিদ্বন্দিতাপূর্ন হবে?

আয়ুব হোসেন:: বিএনপি এখন অস্তিত্ব সংকটে ভুগছে। জনগন জানে বিএনপির নৈরাজ্যের কথা। আমার মনে হয় তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহন করবে। যেখানে জনগন ভোটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখান করে উচিত জবাব দিবে। বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশ উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে। এই উন্নয়নের ধারাবহিকতা রক্ষা করার জন্য জনগন জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্ধারণ করা প্রার্থীকেই নির্বাচিত করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মহেরপুরের আওয়ামী লীগে কোন বিভক্তি আছে বলে মনে করেন? যদি বিভক্তি থাকে তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে সতন্ত্র প্রার্থী হলে নির্বাচন কেমন হবে?

আয়ুব হোসেন: মেহেরপুরের আওয়ামী লীগে কোন বিভক্তি আছে বলে আমার মনে হয়না। যারা আওয়ামীলীগ করে তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর আদর্শের নৌকার সৈনিক। যারা নৌকার লোক পরিচয়ে নৌকার বিপক্ষে ভোট করবে তারা হাইব্রিড আওয়ামী লীগ। সেক্ষেত্রে দলের বিপক্ষে নির্বাচন করে জন সমর্থন পাবে বলে আমার মনে হয়না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

আয়ুব হোসেন: আমার বাগোয়ান ইউনিয়নকে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে দুলতে চাই। উন্নয়নের কোন কিছুর কমতি নেই। একটি স্বচ্ছ, সুন্দর ও জনবান্ধব ইউনিয়ন হিসেবে আমার ইউনিয়ন সুপরিচিত। এই ধারাবহিকতা আমি ধরে রাখবো।

অবহেলিত মেহেরপুর সুইপার কলোনির বাসিন্দারা !

ভালো নেই মেহেরপুরের সুইপার কলোনির বাসিন্দারা। পৌরসভার ৩৬’শ টাকা বেতনে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছে তারা। কেউ কেউ আবার ভাড়া বাড়িতে থাকায় বেতনের সব অংশই চলে যায় বাড়ি ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিলে। বউ-বাচ্চাসহ স্বপরিবারে থাকতে হচ্ছে একটি ঘরেই। প্রায় ২’শ জনের জন্য মাত্র ৪টি টয়লেট। এছাড়াও নেই গোসলের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা। খাওয়া, রান্না, গোসল সব কিছুই যেন এক কক্ষেই। পৌরসভার জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বদল হলেও বদল হয়নি সুইপার কলোনির বাসিন্দাদের ভাগ্য। প্রতিশ্রুতির কোনটাই পুরন করেনি জনপ্রতিনিধিরা। সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৮০ ভাগ কোটা বরাদ্দ থাকলেও কপালে জুটছে না চাকরি।

সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, শতবর্ষি এই সুইপার কলোনিতে বসবাস করে ৫০ পরিবারের প্রায় দুই শতাধিক সদস্য। এদের মধ্যে ১৩৫ জন পৌরসভার বেতনভুক্ত। যারা প্রতিদিন মেহেরপুর শহর পরিষ্কার পরিছন্ন করার কাজ করে। এই সুইপার কলনির অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে ডিগ্রি অর্জন করেছে অথচ কেউই কোন ধরনের সরকারি চাকুরি পাইনি।

অরুপ ভুঁইমালি ও মিনতি ভুঁইমালি দম্পতির মেয়ে অনুরাধা ভুঁইমালি পড়ছেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণিতে, অসক বাঁসফোর ও পুতুল বাঁসফোর দম্পতির মেয়ে পায়েল বাঁসফোর একই কলেজের একাদশ শ্রেনির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, সুরেন বাঁসফোর ও মিনা বাঁসফোর দম্পতির ছেলে দেব বাঁসফোর মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র, বাদল বাঁসফোর ও রত্না বাঁসফোর দম্পতির ছেলে বিব্লব বাঁসফোর লেখাপড়া করেন ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজে, মিঠু বাঁসফোর ও ফুল কুমারী বাঁসফোর দম্পতির ছেলে অজয় বাঁসফোর পড়েন ঢাকার সাভারের ইসটার্ন ইউনিভার্সিটিতে।

এসব শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে তাদের বাবা-মা। এ কারনেই হতাশাই অনেকেই ছেড়েছে লেখাপড়া। কেউ কেউ আবার আফসোস করে বলছেন“আমাদের তো অনেকেই মানুষই মনে করে না”।

ঢাকার সাভারের ইসটার্ন ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ুয়া অজয় বাঁসফোর বলেন, বাবা-মা অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আমরাতো দেশের অবহেলিত গোষ্ঠি। আমাদের জন্য আলাদা কোটা আছে তারপর অজানা কারনে আমরা অবহেলিত।

নানা সমস্যার কথা বলতে গিয়ে পার্থ বাঁসফোর বলেন, আমাদের ঘর করে দেওয়া হবে, বেতন বাড়ানো হবে এইরকম অনেক প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়ন হয়নি। মাসে ৩৬শ টাকা বেতনে কি হয়? এতে কি সংসার চলে? বিভিন্ন দাবি নিয়ে পৌর মেয়রের কাছে গিয়েও কোন লাভ হয়নি।

একেকটি ঘরে ছেলে মেয়েসহ চার-পাঁচজন থাকতে হচ্ছে। আমাদের সংসার ধিরে ধিরে বাড়ছে। পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় আমাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। সেই সাথে প্রায় ২’শ জনের জন্য মাত্র ৪টি টয়লেট। আমাদের কলোনির পাশেই আছে একটি নর্দমা। বর্ষায় সেখানকার পানি আমাদের ঘরে প্রবেশ করে।

কলোনির বাসিন্দা সাবিত্রি, পারুল, শুরেনসহ বেশ কয়েকজন জানান, আমাদের প্রার্থনা করার মন্দিরটারও বেহাল অবস্থা। টিনের তেরি মন্দির। প্রতি বছরই সেটা ভেঙে যায়। নিজেদের টাকা দিয়ে সংস্কার করতে হয়। আমাদের কেউ মারা গেলে লাশ শৎকার করার জায়গাটাও নির্দিষ্ট না। সামান্য একটু জায়গা আছে সেখানে যাওয়ার রাস্তা নেই।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমরা ইতিমধ্যে দলিত শ্রেনীর লোকজনের জন্য একটি স্কুল ও ৫ তলা বিশিষ্ট ভবনের জন্য প্রকল্প তৈরি করেছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটি বস্তাবয়িত হবে।

এছাড়াও সার্বক্ষনিক পৌরসভার পক্ষ থেকে তাদেও খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। আমরা তাদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি করেছি যাতে সুইপার কলোনির লোকজনের বিপদে আপদে সেখান থেকে তারা আর্থিক সহযোগীতা পায়। এছাড়াও আমি মেয়র হওয়ার পর তাদের বেতন বাড়িয়েছি। আগামীতে আরও বৃদ্ধি করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি

চুয়াডাঙ্গার সারের ডিলাররা কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সুযোগে বাড়তি দাম নেয়ারও অভিযোগ কৃষকদের। ডিলারদের এমন সিন্ডিকেটের কারণে এবার জেলার সবজি ও ভুট্টার আবাদে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন চাষীরা।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য, সরকার নির্ধারিত দামে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সার বিক্রি করা হয়। প্রতিকেজি ইউরিয়া ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা, এমওপি ১৫ টাকা এবং ডিএপি ১৬ টাকায় কৃষকদের কাছে বিক্রি করার কথা। তবে মাঠ পর্যায়ের তথ্য, এর চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করা হচ্ছে।

এবার চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় এ মৌসুমে ৩২ হাজার ৬৬০ হেক্টর জমিতে আমন ধান চাষ করছেন কৃষকরা। আগাম সবজি চাষ হচ্ছে ৬ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। ভুট্টার আবাদ হচ্ছে ৪৮ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। এ জেলাতেই দেশের সবচেয়ে বেশি ভুট্টার চাষ করা হয়। এছাড়া কৃষকরা ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা, করোলা, লাউসহ আগাম বিভিন্ন সবজি আবাদ করছেন। সার সংকট বা সারের বাড়তি দামের কারণে এসব আবাদের ফলনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয় কৃষকরা।

যদিও চুয়াডাঙ্গার ডিলারদের কাছে ইউরিয়া সার মজুত রয়েছে ১ হাজার ৩২৫ মেট্রিক টন, টিএসপি ৪৫১ মেট্রিক টন, এমওপি ৪৮৮ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৫৩৫ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আবার চলতি মাসে ডিলারদের জন্য ৩ হাজার ১০৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫৮০ মেট্রিক টন টিএসপি, ৮৩৯ মেট্রিক টন এমওপি ও ১ হাজার ৩৭৪ মেট্রিক টন ডিএপি সার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে ১০ সেপ্টে¤॥^র পর্যন্ত সার উত্তোলনে ডিলারদের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। ওই সময়ের মধ্যে শুধু ৮৩৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উত্তোলন করেছেন তারা। অন্য সার তারা উত্তোলন করেননি।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অনুমোদিত ডিলার রয়েছেন ৫০ জন ও বিএডিসির ডিলার রয়েছেন ৫৯ জন। বিএডিসির ২ জন ডিলার লাইসেন্স নবায়ন না করায় তাদের বিক্রি

কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছে।

সারের সংকট ও বাড়িত দামের ব্যাপারে কথা বলা হয় সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গার কৃষক সোহেল, স্বপন, রবিউল, রতন, আজমত আলি, জমির শেখের সঙ্গে। তাদের দাবি, ডিলাররা সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছেন।

কৃষকদের বলা হচ্ছে, সার কম, তাই দাম বেশি। কারণ অন্য জায়গা থেকে সার এনে দিতে হবে। সার বিক্রির কোনো ভাউচারও কৃষকদের দেয়া হচ্ছে না।

কারণ দাম বেশি রাখা হচ্ছে। কৃষকদের কাছ থেকে দাম বেশি রাখলেও ডিলাররা নিজেদের খাতায় সরকার নির্ধারিত দামই লিখে রাখেন। সার সংকটে জিম্মি হয়ে পড়া কৃষকরা প্রতিবাদ করলেই তাদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে তারা আর সার পাবেন না। এমনকি হুমকি দেয়া হচ্ছে কোথা থেকে সার পান তাও দেখব। সব সারেই প্রতি কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেশি নেয়া হচ্ছে। অনৈতিক সুবিধা নেয়া ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবিও জানান তারা।

দামুড়হুদা উপজেলার পোতারপাড়া গ্রামের কৃষক উজ্জল হক জানান, তিনি ধান ও শিমের আবাদ করেছেন। সার কিনতে গেলে প্রতি কেজিতে ২ টাকা করে বেশি নেয়ার অভিযোগ তার। এ ব্যাপারে দেখার কেউ নেই বলেও অভিযোগ তার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডিলারের ম্যানেজার জানান, মালিক যেভাবে তাদের নির্দেশ দেন সেভাবেই তারা সার বিক্রি করেন। তাদের কিছুই করার নেই।

কৃষকদের কাছ থেকে বেশি দাম রাখা হলেও খাতায় ঠিকই সরকার নির্ধারিত দাম লিখে রাখা হয়; এমন অভিযোগেরও সত্যতা স্বীকার করেন তিনি।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা ডিঙ্গেদহ বাজারের বিসিআইসি সার ডিলার আনছার আলী জানান, সারের কোনো সংকট নেই। এমনকি নির্ধারিত মূল্যেই বিক্রি করা হচ্ছে। সারের দাম বেশি নেয়া হচ্ছে এমন অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি তার।

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আকবর আলী বলেন, সারের সংকট নেই। এবার ভুট্টার আবাদ বেশি হবে বলে আমরা অতিরিক্ত সার বরাদ্দ চেয়ে কর্তৃপক্ষকে

জানিয়েছি। কোনো ডিলার যদি সারের দাম বেশি নেয় বিষয়টি খতিয়ে দেখব। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আলি হাসান জানান, তাদের কাছেও অভিযোগ এসেছে সারের দাম বেশি নেয়া রাখা হচ্ছে। মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কৃষকদের সার নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সরকারি নির্ধারিত মূল্যেই সার বিক্রি হবে। বেশি দাম রাখার সত্যতা পেলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক (ডিসি) নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, সরকার কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা করছে। সারের কোন সংকট নেই। অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগ পেলে ডিলারশিপ বাতিল করা হবে।

মেহেরপুরে টিসিবি’র পণ্য বিক্রি

মেহেরপুর সাঈদ আনোয়ার ট্রেডার্র এর উদ্যোগে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)র ন্যায্যমূল্যের তেল-চিনি, ডাল ও পেঁয়াজ বিক্রি করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর ফিল্ডে সোয়াবিন তেল, চিনি, ডাল, পিঁয়াজ, বিক্রি করা হয়। বুড়িপোতা ইউনিয়নের সদস্য ইসমাইল হোসেন টিসিবির পণ্য বিক্রির উদ্বোধন করেন।

এখানে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে ক্রেতাসাধারণ ৮০ টাকা লিটার তেল, ৫০ টাকা করে চিনি, ৫০ টাকা করে মসুর ডাল এবং ৩০ টাকা কেজি দরে পিয়াজ ক্রয় করেন।

আমঝুপিতে তানভীরের লাশ এক সপ্তাহ পর দাফন

সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ১ সপ্তাহ পর আমঝুপি গ্রামের তানভীরের লাশ দাফন করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে আমঝুপি কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

তানভিরের বাবা, মা সৌদি আরবে অবস্থান করায় এক সপ্তাহ ধরে তার লাশ রাজশাহী মেডিকেল কলেজের হিমঘরে রাখা হয়েছিল। তার বাবা ও মা রবিবার দেশে ফিলে ছেলের লাশ নিয়ে আমঝুপিতে পৌছায় সোমবার ভোরে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন থাকার প্রায় ৪৮ঘন্টা পর তানভীর এর মৃত্যু হয়। তানভীর মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের সৌদি আরব প্রবাসী হাফিজুল ইসলাম এর ছেলে এবং আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র।

গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তানভীর এর মৃত্যু হয়।

উল্লেখ্য, গত সোমবার তানভীর মোটরসাইকেল যোগে আমঝুপি থেকে চুয়াডাঙ্গা যাবার পথে চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে, এসময় সে মারাত্মক আহত হলে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা পরে তাকে রাজশাহী রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মেহেরপুরের বামনপাড়ায় প্রতিবন্ধীদের আর্থিক সহায়তা

প্রদান

মেহেরপুর সদর উপজেলার বামনপাড়া প্রতিবন্ধী মহিলা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (টিএমইউএফ) এর উদ্যোগে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় প্রতিবন্ধীদের আইমুখীদের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা ও উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার সকালে প্রতিবন্ধী মহিলা উন্নয়ন ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে প্রতিবন্ধীদের মাঝে আর্থিক সহযোগিতা ও উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মাসুদুল আলম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিবন্ধীদের হাতে আর্থিক সহযোগিতার অর্থ তুলে দেন।

পিএমইউএফ এর সভাপতি তৃপ্তি কনা বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা তুলসি কুমার পাল।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকার ৩০ জন প্রতিবন্ধীর মাঝে নগদ অর্থ ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে উদ্ধারকৃত মাদক দ্রব্য ধ্বংস

মেহেরপুরের বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে উদ্ধারকৃত গাঁজা ফেন্সিডিল ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে মেহেরপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে হেরোইন-ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়। বিভিন্ন সময়ে উদ্ধার হওয়া এ সমস্ত মাদকদ্রব্য আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হওয়ার পর এদিন আগুনে পুড়িয়ে বিনষ্ট করা হয়।